দৈনিক সংবাদ, ১৭ই অক্টোবর ২০১২, শ্রেণী - ০২০

গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় মহাসম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দিলারা বেগমকে ক্রেস্ট প্রদান করেন –পিআইডি

বিত্তবানদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

নিজ নিজ এলাকায় পাঠাগার গড়ুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার দেশে শক্তিশালী গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বিত্তবানদের নিজ নিজ এলাকায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, 'আমরা সংরক্ষণ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। এতে গবেষণা সহজ হবে এবং পেশাদারিত্বের মানোন্নয়ন ঘটবে।' বাসস।

বাংলাদেশ লাইব্রেরিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ। অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দিলারা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংগঠনের সহসভাপতি কাজী আবদুল মাজেদ, মহাসচিব ড. মিজানুর রহমান এবং গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক নাফিজ জামান শুভ বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে হিসেবে দেশব্যাপী গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার জন্য সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'আপনাদের অর্জিত অর্থের একটি অংশ এ লক্ষ্যে বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার সরকারি উদ্যোগে সহযোগিতা করুন।' তিনি বলেন, আর সরকার দেশের

নিজি নিজ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

East West University LIBRARY 43, Mohakhali

নিজি নিজ : এলাকায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

গ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গ্রন্থাগারগুলো ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে জ্ঞানপিপাসুরা আরও সহজে তাদের পাঠ চাহিদা মেটাতে পারবেন। এ ছাড়া গ্রন্থাগারের অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোর নিজস্ব ভবন এবং ৪৫টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত গণগ্রন্থাগার স্থাপনের কাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। এখানে পাঠকরা অনলাইন সার্ভিসের সুবিধা পাবেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের তথ্যসেবা প্রদানে বাইন্ড সেন্টার খোলা হয়েছে। একটি ডিজিটাল ডিপোজিটোরি তৈরির কাজও এগিয়ে চলছে। এ সঙ্গে দেশের সব বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮ হাজার সহকারী লাইব্রিয়ানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নে বর্তমান সরকারের প্রণীত আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ওপর গুরত্বারোপ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এ দেশের নিজস্ব এবং বিভিন্ন সময়ে আগমনকারী বিভিন্ন জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের যে অমূল্য সাহিত্য উপকরণ রয়েছে তা সংরক্ষণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব বাড়ানোর ওপর গুরত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের লোকসাহিত্যের অনেক মূল্যবান উপাদান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে।' দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম উল্লেখ করে তিনি বলেন, গ্রন্থাগার পেশাজীবীরা জ্ঞানের মিলনস্থল এ সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বই হলো সৃজনী শক্তির প্রকাশ মাধ্যম। জ্ঞানের ভিত্তিভূমি। অপরদিকে গ্রন্থাগার হচ্ছে লেখক, পুস্তক ও পাঠকের সম্মিলনস্থল। সভ্যতার দর্পণ। একটি দেশের সার্বিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র। শেখ হাসিনা বলেন, আধুনিক বিশ্বে তথ্যই শক্তি, উন্নতির চাবিকাঠি। তথ্য পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। তথ্য আধুনিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান উপকরণ। এ অপরিহার্য সম্পদটির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চিত করতে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।